ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 349- 355
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.217

শিক্ষা ভাবনায় দর্শন: একটি নৈতিক ও চিন্তাগত অন্বেষণ

কাজী মাহফুজা হক, *সহকারী অধ্যাপক, নীতিবোধ ও সমতা বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ*

Received: 14.11.2025; Accepted: 21.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the overall education system, science is important, but it is just as important to include ethics and humanity with it. Because of the progress of modern science and technology, people are enjoying many benefits, but the loss of values has made it difficult to build a truly humane society. That is why the education system should not only teach information or technical skills; it must also include humanistic and moral education. This article discusses the ethical and human aspects of the modern education system. It explains the current crises and possibilities of education in the light of the educational philosophies of Rabindranath Tagore and Bertrand Russell. The main goal of education is presented as the development of humanity, morality, and the ability to think independently.

Keywords: Humanistic Education, Ethics and Morality, Modern Science and Technology, Educational Philosophy, Tagore and Russell

শিক্ষার মাধ্যম হতে হবে মুক্ত ও মননশীল। একাডেমিক সনদ বা ডিগ্রি নয়, বরং জীবনের সার্বিক বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত— এটাই রবীন্দ্রদর্শনের মূল কথা। তাই তিনি শিক্ষাকে আত্মিক অভিজ্ঞতার পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর মতে, প্রকৃত শিক্ষা মানে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে জীবন উপলব্ধি করা। এ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শুধু তথ্য নয়, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সৃজনশীলতা ও সমবেদনা অর্জন করে। সার্বিক শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, একচেটিয়া শ্রেণিকক্ষে পাঠদান যথেষ্ট নয়। মানুষের অন্তর্গত চেতনাবোধ ও মননের বিকাশই শিক্ষার আসল লক্ষ্য। আধুনিক সময়ে প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল সমাজে শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। তাই 'নলেজ সোসাইটি' গড়ার চিন্তা এখন জরুরি। এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর দর্শনের আলোকে প্রাকৃতিক শিক্ষা, মানবিকতা এবং ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্তার বিকাশের কথা বলেছেন। আধুনিক সমাজে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থায়ও পরিবর্তন এসেছে। তবে এই পরিবর্তনে শিক্ষার নৈতিক ও মানবিক দিকগুলো কতটা গুরুত্ব পাচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রবন্ধে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে।

শিক্ষার নৈতিক ভিত্তি:

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শুধু তথ্য প্রদান নয়, বরং শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করা। শিক্ষকের দায়িত্ব শুধু পাঠ্যবই পড়ানো নয়, বরং শিক্ষার্থীদের চিন্তা-ভাবনার বিকাশে সহায়তা করা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা দর্শন:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষাকে আনন্দময় ও সৃজনশীল প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন। তিনি বলেন, "শিক্ষা হচ্ছে আত্মার মুক্তি, পাঠ্যবই মুখস্থ নয়।"[১] তিনি শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনাশক্তির বিকাশে গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষা দর্শনে শিশুর প্রাকৃতিক বিকাশকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন, একমাত্র আনন্দের মাধ্যমে শিশুর মনে শিক্ষা গেঁথে দেওয়া সম্ভব। এজন্য তিনি শিক্ষাকে পাঠ্যবইয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে শিশুর অভিজ্ঞতা, কল্পনা ও সৃজনশীলতা বিকাশের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন।

তিনি শিক্ষাকে চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভের উপর দাঁড় করিয়েছেন:

১. শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা তৈরি করা
২. নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চা
৩. ধর্মীয় সহনশীলতা
৪. সামাজিক সচেতনতা

বার্ট্রান্ড রাসেলের শিক্ষা দর্শন:

বার্ট্রান্ড রাসেল শিক্ষার মাধ্যমে মানবিকতা, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও নৈতিক মূল্যবোধের সমন্বয়ের কথা বলেন। তিনি বলেন, "The first thing the average educator sets to work to kill in the young is imagination."[২]

রুশোর শিক্ষা দর্শন:

জ্যাঁ-জ্যাক রুশো তাঁর 'Émile, or On Education' গ্রন্থে শিশুর প্রাকৃতিক বিকাশের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, "Everything is good as it leaves the hands of the Author of things; everything degenerates in the hands of man."[৩] (Russell, B. (1932). Education and the Social Order. London: George Allen & Unwin)

শিক্ষা ভাবনায় দর্শন:

সার্বিক শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, একচেটিয়া শ্রেণিকক্ষে পাঠদান যথেষ্ট নয়। মানুষের অন্তর্গত চেতনাবোধ ও মননের বিকাশই শিক্ষার আসল লক্ষ্য। আধুনিক সময়ে প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল সমাজে শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। তাই 'নলেজ সোসাইটি' গড়ার চিন্তা এখন জরুরি। এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর দর্শনের আলোকে প্রাকৃতিক শিক্ষা, মানবিকতা এবং ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্তার বিকাশের কথা বলেছেন। শিক্ষার মাধ্যম হতে হবে মুক্ত ও মননশীল। একাডেমিক সনদ বা ডিগ্রি নয়, বরং জীবনের সার্বিক বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত— এটাই রবীন্দ্রদর্শনের মূল কথা। তাই তিনি শিক্ষাকে আত্মিক অভিজ্ঞতার পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর মতে, প্রকৃত শিক্ষা মানে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে জীবন উপলব্ধি করা। এ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শুধু তথ্য নয়, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সৃজনশীলতা ও সমবেদনা অর্জন করে।

মূল বিষয়বস্তু আলোচনা:

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনদর্শন ও চিন্তাধারা আমাদের শিক্ষা ভাবনায় গভীর প্রভাব রেখেছে। তিনি ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক এবং মানবতাবাদী চিন্তাবিদ। তাঁর দর্শন মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও চেতনাবোধের ওপর আস্থা রাখে। তিনি মনে করতেন, শিক্ষা মানেই জীবনের প্রকৃত উপলব্ধি। তাঁর মতে, "আধ্যাত্মিক জীবন না থাকলে মানুষ প্রকৃত মানুষ নয়।" তাই তিনি মানুষকে আত্মার বিকাশ ও নৈতিক চেতনার ভিত্তিতে শিক্ষিত করতে চেয়েছেন। শিক্ষার মাধ্যমে আত্মার জাগরণ এবং সৌন্দর্য ও সত্যের উপলব্ধির পথ তৈরি হয়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, জীবনের সত্য উপলব্ধির মাধ্যমেই শিক্ষার মূল ভিত্তি গড়ে ওঠে। তাঁর শিক্ষা দর্শনে ব্যাক্তি ও সমাজ-উভয়ের বিকাশে গুরুত্ব দেওয়া

---

[১] - ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯৩৩) । শিক্ষা, বিশ্বভারতী প্রকাশন।

[২] Russell, B. (1932). Education and the Social Order. London: George Allen & Unwin, p. 95)

[৩] Rousseau, J.-J. (1762). Émile, or On Education. New York: Basic Books, 1979.

হয়েছে। তিনি পাঠ্যক্রম বা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং মানবিক চেতনার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করেছেন। শিক্ষার্থীদের আত্মিক বিকাশ, নৈতিকতা, মানবতাবোধ ও সৃজনশীলতা— এই চারটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তিনি শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন।

তাঁর মতে:

১. শিক্ষার্থীদের ইচ্ছাশক্তিকে প্রজ্জ্বলিত করতে হবে, যাতে তারা নিজেরাই জ্ঞানের পথ অনুসন্ধান করতে পারে।
২. শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা জাগ্রত করতে হবে।
৩. শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য শিশুর স্বাভাবিক কৌতূহলকে গুরুত্ব দিতে হবে।
৪. সমাজজীবনের বৃহত্তর বাস্তবতায় শিক্ষাকে যুক্ত করতে হবে।

তিনি শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে বলেছেন এবং তাদের চারিত্রিক বিকাশকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। শিশুদের মনোভাব বুঝে শিক্ষাদান করতে হবে। প্রথাগত পরীক্ষাভিত্তিক পদ্ধতির বদলে আনন্দময়, অনুসন্ধানমূলক পাঠদানকে তিনি উৎসাহিত করেছেন। বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আজও পাঠ্যবই মুখস্থ করে পরীক্ষায় ভালো ফল করাকে শিক্ষা মনে করা হয়। অথচ শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি বা সৃজনশীলতা তেমনভাবে বিকাশ পাচ্ছে না। পাঠ্যবই নির্ভরতা শিক্ষার্থীদের উদ্দীপনা কমিয়ে দেয়। শিক্ষার্থীদের শেখানোর ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় লক্ষ্য হারিয়ে ফেলি। শিক্ষকরা পাঠদানের প্রস্তুতি ছাড়াই ক্লাসে প্রবেশ করেন। অথচ পাঠদানের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা থাকা জরুরি, যাকে আমরা লেসন প্ল্যান বলি।

বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষকদের অনেকেই শুধু পেশা হিসেবে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু আদর্শ শিক্ষক হতে হলে আগে নিজে শিখতে হবে এবং অন্তর থেকে শিক্ষাকে ধারণ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "শিক্ষা মানে শুধু তথ্য দেওয়া নয়, বরং মনুষ্যত্বের বিকাশ।"[৪] তিনি এমন অনেক মনীষীর কথা বলেছেন যারা লেখাপড়ায় দক্ষ না হয়েও ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানী। তিনি মনে করতেন, প্রকৃত শিক্ষক সেই, যার নিজস্ব মানসিক অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং যিনি শিক্ষার্থীর হৃদয়ে স্পর্শ রাখতে পারেন। মানবতার অন্তরায় ঘোচানোর প্রক্রিয়া হলো শিক্ষা। 'আত্মার প্রকৃত উন্মেষ'— তিনি বলেছিলেন, শিক্ষা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বা সামাজিক সাফল্যের হাতিয়ার নয়, বরং মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষের মাধ্যম।

তিনি আরও বলেন—

> "The education we desire for our children must depend upon our ideals of human character and our hopes as to the part they are to play in community."[৫]

আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে Bertrand Russell-এর চিন্তাভাবনার প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম হলেও তার বক্তব্য অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষার্থীর নেতিবাচক অভ্যাসকে শুধরে তুলে তার বুদ্ধি, অনুভব ও নৈতিকতা জাগ্রত করাকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি Education and the Social Order গ্রন্থে বলেছেন, শিক্ষাকে যদি কেবল অর্থনৈতিক লাভের জন্য গড়ে তোলা হয়, তাহলে তা মানবতাবোধ (Humanism) এর বিপরীতে গিয়ে কেবল উপযোগবাদী (Utilitarian) শিক্ষায় পরিণত হয়।

তিনি লেখেন—

> "The humanistic element in education must remain lost, they must we simply died to leave room for the other elements without which the new world rendered possible by science can never be realized."[৬]

---

[৪] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯৩৩) । শিক্ষা, বিশ্বভারতী প্রকাশন। c,40

[৫] Education and the Social Order, Bertrand Russell)

[৬] Russell, B. (1932). Education and the Social Order. London: George Allen & Unwin, p. 95)

রাসেল চেয়েছেন এমন এক শিক্ষা যেখানে মানুষের বিবেক, নৈতিকতা ও সৃজনশীলতা সমান গুরুত্ব পাবে। শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা তার দর্শনের অন্যতম দিক। তিনি মনে করেন, শিশুদের শেখানো মানে তাদের মনোজগতে প্রশ্ন, কৌতূহল ও উপলব্ধি সৃষ্টি করা। শুধুমাত্র মুখস্থনির্ভর বা ভয়ভীতিনির্ভর শিক্ষা নয়, বরং আনন্দঘন ও ভাবনাসমৃদ্ধ শিক্ষা হওয়া উচিত। তিনি বিশেষভাবে মন্টেসরির শিক্ষাপদ্ধতির প্রশংসা করেছেন। মোন্তেসরি পদ্ধতিতে শিশুদের শিখতে বাধ্য না করে বরং তারা কীভাবে শেখে তা পর্যবেক্ষণ করে শেখার পরিবেশ তৈরি করা হয়। তিনি বলেছেন, এমনকি যদি কোনো শিশু গুণনসূত্র (Multiplication Table) মুখস্থ করতে না পারে, তাহলেও তাকে কটু কথা না বলে, বরং সহনশীলতা ও উপযুক্ত পদ্ধতিতে শেখার সুযোগ দিতে হবে। তিনি এইভাবে দেখিয়েছেন, শিক্ষা কোনো শাস্তিমূলক প্রক্রিয়া নয়, বরং বিকাশের জন্য সহানুভূতিশীল সহচর। শিক্ষার লক্ষ্য কেবল পেশাদার দক্ষতা অর্জন নয়, বরং আত্মিক ও নৈতিক বিকাশও নিশ্চিত করা। শিক্ষার্থীকে মানবিক মূল্যবোধে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই শিক্ষার প্রকৃত সার্থকতা। মানবিকতা ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে গণতান্ত্রিক চেতনায় গড়ে ওঠা শিক্ষার্থীই ভবিষ্যৎ সমাজের চালিকাশক্তি হতে পারে। তাই শিক্ষা হতে হবে মানবিক ও মুক্তবুদ্ধিচর্চার সহায়ক।

বর্তমান শিক্ষার কাঠামোতে authority বা নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশে মুখ্য ভূমিকা রাখছে, যার ফলে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা ও কৌতূহল দমে যাচ্ছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শিক্ষায় প্রয়োজন মূল্যায়নকেন্দ্রিক নয়, বরং প্রক্রিয়াভিত্তিক ও অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পদ্ধতি। প্রাথমিক স্তরে শিশুদের শিক্ষা খেলাধুলা, শরীরচর্চা, চারুকলা ও গল্পের মধ্য দিয়ে হওয়া উচিত। পাঠ্যবই নির্ভরতা কমিয়ে বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত শিক্ষা প্রক্রিয়া চালু করতে হবে। স্থানভেদে স্থানীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও বাস্তব তথ্য সংযুক্ত করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হলে তা হবে আরও শিক্ষার্থীদের মধ্যেই ভবিষ্যতের সমাজ গড়ে উঠবে। তাই শিক্ষা হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক। বিশেষ করে বৈশ্বিক জলবায়ু সংকট, প্রযুক্তির বিস্তার ও সমাজে সংঘাত— এই তিনটি চ্যালেঞ্জের মুখে শিক্ষা হতে হবে দায়িত্বশীল ও নৈতিক।

শিক্ষককে কেবল একজন বিদ্যাদানকারী হিসেবে নয়, বরং একজন সচেতন সমাজ-নির্মাতা হিসেবে ভাবতে হবে। তিনি শিক্ষার্থীর মানসিক জগতের সঙ্গে যুক্ত থেকে, তাদের চিন্তার জগতে আলো ফেলে দিতে পারেন। শিক্ষক মানেই একজন সত্যিকারের অভিভাবক— যিনি সমাজের দায়িত্বও বহন করেন। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে আমরা দেখেছি কীভাবে অনলাইন শিক্ষা দ্রুত প্রসারিত হয়েছে। তবে প্রযুক্তির ব্যবহার যেন মানবিক মূল্যবোধকে হ্রাস না করে, সেটিই নিশ্চিত করতে হবে।

গণতান্ত্রিক সমাজে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা যেমন বাস্তবতা, তেমনি মানবিক সংবেদনশীলতা বজায় রেখে শিক্ষা প্রদান করাও জরুরি।

শিক্ষার প্রকৃতির কোনো সীমারেখা নেই। শিক্ষকের সঙ্গে সম্পর্কটি যেন কেবল শ্রেণিকক্ষভিত্তিক না হয়। শিক্ষা হতে হবে জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত, যা বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপটে শিশুর চেতনাকে জাগ্রত করে। শিক্ষার্থীকে পাঠ্যবইয়ের বাইরে চিন্তা করতে শেখাতে হবে। বিষয়বস্তুর গভীরতা অনুধাবনের সুযোগ দিতে হবে, যাতে তারা বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে। শিক্ষার্থীর চিন্তা স্বাধীনতা ও কল্পনার জগৎ যেন সংকুচিত না হয়, বরং তা বিকশিত হয়— এটাই হওয়া উচিত শিক্ষার উদ্দেশ্য। দেশ ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে হলে শিক্ষার্থীর চেতনায় নৈতিকতা, মানবিকতা ও দায়িত্ববোধ গড়ে তুলতে হবে।

তিনি (রবীন্দ্রনাথ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর মতে, শিশুরা নারীদের স্নেহ ও মাতৃসুলভ আচরণের মাধ্যমে আরও ভালোভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— শিক্ষা দিতে হবে এমনভাবে, যাতে শিশুদের মননশীলতা ও কল্পনাশক্তি বিকশিত হয় এবং তারা নিজের জীবনের পথ খুঁজে নিতে পারে। নারী শিক্ষকেরা শিশুদের মানসিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারেন বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

শিশুরা গল্প, গান, খেলা, ভালোবাসা ও অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে। তাই প্রাথমিক স্তরে শিশুর উপযোগী উপকরণ ও পদ্ধতি প্রয়োজন। সমাজের বঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া শ্রেণির শিশুদের শিক্ষার আওতায় আনতে প্রয়োজন সমতা, উদারতা ও সহমর্মিতার দৃষ্টিভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— শিক্ষা দিতে হবে এমনভাবে, যাতে শিশুদের মননশীলতা ও কল্পনাশক্তি বিকশিত হয় এবং তারা নিজের জীবনের পথ খুঁজে নিতে পারে। আজকের শিক্ষায় কেবল

সিলেবাস নয়, প্রয়োজন শিক্ষার্থীর জীবনজগৎ অনুযায়ী পাঠ উপযোগী পরিকল্পনা। বাংলা ও ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষা শেখাও গুরুত্বপূর্ণ। ছোটবেলায় শেখা ভাষা সহজে মনে থাকে, এবং শিশুর চিন্তার পরিধি বাড়াতে সহায়ক হয়।

শিক্ষা জাগরণের দর্শন:

সামাজিক প্রেক্ষাপট:

বর্তমান সময়ে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য উপাদান হয়ে উঠেছে। মানুষের জাগরণ ও মানবিক উৎকর্ষের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে শিক্ষার গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং তথ্যপ্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নয়নের মধ্যেও শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিসর বাড়লেও শিক্ষার্থীদের মাঝে মানবিকতা, নৈতিকতা ও চিন্তাশীলতা ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে। শিক্ষা যদি সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়, তবে তার প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সচেতন নাগরিক গড়ে তোলা। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল দক্ষতা অর্জন নয়, বরং আত্ম-উন্নয়ন ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধ জাগ্রত করাও এর অন্যতম দায়িত্ব। শিক্ষা মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও জাতির উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। আধুনিক সমাজে শিক্ষা শুধুমাত্র জ্ঞানার্জন নয়, বরং নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিকাশের ক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, "প্রকৃত শিক্ষা সেই যা মানুষকে মুক্ত করে" (ঠাকুর, ১৯১০)। এই শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির চিন্তাভাবনা ও কর্মে স্বাধীনতা অর্জিত হয়। বর্তমান বৈশ্বিকায়নের যুগে, প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধের সংকট দেখা দিয়েছে। এ সংকট থেকে উত্তরণে শিক্ষা জাগরণের দর্শন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়।

শিক্ষা ও মানবিকতা:

শিক্ষা শুধুমাত্র পাণ্ডিত্য অর্জনের মাধ্যম নয়, বরং এটি ব্যক্তির চরিত্র গঠন এবং মানবিক মূল্যবোধের বিকাশের প্ল্যাটফর্ম। বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে, "শিক্ষার লক্ষ্য শুধুমাত্র তথ্য দেওয়া নয়, বরং চিন্তাশীল ও নৈতিক মানুষ গড়ে তোলা"[৭] শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তার সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ হয় এবং সহনশীল ও মানবিক আচরণ শিখে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাপটে শিক্ষা শুধু পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি নয়, বরং সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য ও মানবাধিকারের পক্ষে সচেতন নাগরিক গড়ে তোলার মাধ্যম।

আধুনিক শিক্ষার সংকট:

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় তথ্যাভিভার ও পরীক্ষার চাপ শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানসিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করছে। আমাদের দেশে শিক্ষা পাঠ্যক্রম এমন যে বিজ্ঞান বিভাগ, মানসিক বিভাগ, বানিজ্য বিভাগ এর মধ্যে সর্বত্তম হচ্ছে বিজ্ঞান বিভাগ এর প্রতি শিক্ষার্থীদের এমনভাবে জোর করা হয় যে বিজ্ঞান এ না পড়তে পাড়লে জীবনবৃথা। বাবা-মা এর ইচ্ছা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতেই হবে। কিন্তু শিক্ষার্থী ভালো শিল্পি অথবা খেলোয়াড় হতে পারতো। ইচ্ছার বিরুদ্ধে পড়তে গিয়ে না হয় ভালো ডাক্তার, না হয় ভালো ইঞ্জিনার হয়ে উঠে টাকা কামানোর কারিগর। "শিক্ষা শুধু কারিকুলাম নয়, বরং জীবন ও মূল্যবোধ শেখার প্রক্রিয়া"[৮] (Montessori, 1949)। ডিজিটাল যুগে তথ্যের প্রবাহ থাকলেও শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চিন্তাশীল ও দায়িত্বশীল মানুষ তৈরি করা।

শিক্ষা জাগরণের দর্শন এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ দেখায়। এটি শিক্ষাকে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে সংযুক্ত করে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করে তোলে।

---

[৭] মন্তেসরী পদ্ধতি এমন এক শিক্ষাপদ্ধতি যেখানে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে শিশুর ইন্দ্রিয়ের বিকাশ, নিজে চেষ্টা করে শেখা এবং নির্দিষ্ট উপকরণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনের উপর জোর দেওয়া হয়। মন্তেসরি পদ্ধতি অনুযায়ী, শিক্ষার্থীদের স্বশিক্ষার (Auto-education) সুযোগ দিতে হলে তাদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হয়। এ পদ্ধতিতে শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তি ও আত্মপ্রকাশের বিকাশে গুরুত্ব দেওয়া হয়, যেখানে শিক্ষকের ভূমিকা হয় একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে শেখার মাধ্যম হিসেবে কাজ করা।

আধুনিক শিক্ষার সংকট দূরীকরনের উপায়:

কবি, সাহিত্যিক এবং দার্শনিকগণ প্রতেকেই শিক্ষা সম্পর্কে প্রতি যত্নবান হতে বলেছেন। কেননা কোন জাতিকে উন্নতির চরম শিখরে পৌছতে হলে, সেই জাতীর শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগ উপযোগী হতে হবে। ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী সবার জন্য আধুনিক শিক্ষা সংকান্ত প্রস্তাব দেন। তিনি নয়াদিগন্ত পত্রিকায় ৭ই ডিসেম্বর ২০২০ চতুর্থ প্রস্তাব এ বলেন যে দশম শ্রেণি শিক্ষা পযর্ন্ত অধ্যয়ন সবার জন্য বাধ্যতামূলক হবে। প্রাইমারি শিক্ষার পাঁচটি শ্রেণি থাকবে। প্রাইমারি স্কুলে চারুকলা, শরীরচর্চা খেলাধুলা ও গানবাজনার ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিটি স্টেট নিজস্ব ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, সম্মানীয় মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ জনসেবকদের তথ্য কারিকুলামেও যুক্ত হবে। স্থানীয় পর্যায়ে এসব টেক্সট বই প্রনীত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হবে।

২০২০ সালে আমরা বড় ধরণের ক্রাইসিস এর মধ্যে পড়ি আমাদের শিক্ষা প্রক্রিয়া ব্যহত হয়। গতানুগতিক প্রক্রিয়ায় বাইরে এসে আমাদের শিক্ষা প্রদান এ অংশ গ্রহন করতে হয়। আমাকে অনলাইন শিক্ষা প্রদান এ অংশ গ্রহন করতে হয়ে। আমি অনলাইনে শিক্ষার কথা বলছি। অনলাইন শিক্ষার প্রকৃতির কোন ছোয়া নেই। শিক্ষকের সাথে সহপাঠিদের নিয়ে একই কক্ষে অংশ গ্রহনের সুযোগ নেই। কিন্তু তাই বলে কি শিক্ষা গ্রহন বন্ধ থকবে? আমাদের শিক্ষক সমাজকে ভাবতে হবে কিভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আগ্রহ তৈরী করা যায়। শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় অংশ গ্রহন করতে হবে। বিষয়বস্তুর সাথে বাস্তব অবস্থার মিল খুজে বের করতে হবে। এমন ভাবে বিষয়বস্তু আলোচনা করতে হবে যে শিক্ষার্থী চোখ বন্ধ করে বিষয়বস্তু দেখতে পায়। শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থী শারীরিক ও মানসিক অবস্থা খোজ নিতে হবে। নতুন নতুন বিষয় এ আগ্রহ তৈরি করতে হবে। বিভিন্ন সমাজ সেবা মুলক কাজে অংশগ্রহন করতে হবে। দেশ ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করতে হবে। মত প্রকাশের সাহস যোগাতে হবে।

প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষা প্রদানের জন্য নারী এবং শিক্ষিত বয়োবৃদ্ধরা শিক্ষক হিসেবে পাঠদানে নিয়োজিত থাকবেন। আমরা পূর্বের দার্শনিকদের চিন্তার সাথে সমন্বয় করে দেখি যে বিষয়টি যর্থার্থ কারণ বয়োবৃদ্ধারা এবং নারীরা ধৈয্য সহকারে বাচ্চাদের আনন্দের সহিত শিক্ষা গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করে। বাচ্চারা দাদু/ নানুর কাছে গল্প শুনতে ভালো বাসে গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহন করলে বাচ্চাদের শিক্ষা বাস্তব হবে এবং আমাদের সমাজের বয়োবৃদ্ধারা নিজেরাও আনন্দের সাথে জীবন অতিবাহিত করতে পারবে। সমাজে তাদের অবদান থাকবে। সমাজ অর্থনৈতিক সামাজিক এবং নৈতিক ভাবে লাভবান হবে। ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী তার প্রস্তাবে একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় বলেছেন যেটি হলো সকল হাইস্কুলে ভোকেশনাল শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্চনীয় এতে করে যারা ছোটবেলায় খেলনা গাড়ী ভেঙ্গে গাড়ীর যন্ত্রাংশ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভালোবাসে বাথরুমে পানি জমিয়ে ককসিট দিয়ে খেলনা বানিয়ে দুটো মটর লাগিয়ে ছোট পেন্সিল ব্যটারি দিয়ে কানেকশন দেয়। পাঠকাঠিতে কাগজ লাগিয়ে পাখা বানিয়ে বাতাসের ব্যবস্থা করে তাদের দেখে বোঝা যায় তারা থিউরী পড়ে মুখস্থ করার চেয়ে প্র্যাকটিকাল এ ভালো করবে। কে জানে তাদেও ভেতর থেকে আমরা বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার পেয়ে যেতে পারি। তিনি প্রস্তাবে আরও একটি গুরুপ্তপূর্ন বিষয় বলেছেন যা মানুষকে ছেলে অথবা মেয়ে হিসেবে ভাবার চেয়ে মানুষ হিসেবে ভাবতে শেখাবে। লিঙ্গ সমতার ভাব আমাদের দেশের জন্য অতি প্রয়োজন। এই জ্ঞানের অভাবে প্রতিনিয়ত নারীরা এবং সমাজের কমন জেন্ডার যারা আছে তারা সহ অনেকেই বৈষম্যের চেয়ে অন্যবিষয় অর্থ, ক্ষমতা, স্বার্থ এগুলোর প্রাধান্য অনেক বেড়ে গেছে কাজেই নিজেকে রক্ষার ক্ষেত্রে কৌশল অতি প্রয়োজন। প্রাইমারী স্কুলে বাংলা ও ইংরেজী ভাষার পাশাপাশী অন্যান্য ভাষা শেখা টাও জরুরী। ছোটবেলায় ভাষা শেখতে কম বেগ পেতে হয় কেননা তখন শিশুদের মনে বা ছাপফেলা হয় সেটা খুব দ্রুত গেথে যায়। যেমনঃ জন্মের পর শিশুরা যে দেশে থাকে সেই দেশের ভাষায় অভস্থ হয়ে যায়। বিভিন্ন ভাষা শেখা থাকলে ভবিষ্যতে কর্মস্থলে সহায়তা পাওয়া যায়।

উপসংহার:

দোলনা থেকে শুরু করে কবর পর্যন্ত মানুষ শিক্ষা গ্রহন করে। সেই শিক্ষা হতে হবে সময় উপযোগী, রাষ্ট্র উপযোগী, শিক্ষায় থাকতে হবে মানবিকতা, কল্যান ভাবনা শিক্ষার্থীকে তৈরি করতে হবে মূল্যবোধের আধার। যে শিক্ষা মানুষের মাঝে কোন ভেদাবেদ তৈরি করবে না। কেও নিজের স্বার্থের জন্য অন্যকে ব্যবহার করবে না। মানুষ নিজের সুখের

চেয়ে পরসুখে বিশ্বাসী হবে। সবাই কর্তব্য দ্বারা পরিচালিত হবে। দার্শনিক মিলের উক্তিটি অর্থাৎ সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক সংখ্যক সুখ, সবাই ধারন করবে। তাহলে আমরা আদর্শ রাস্ট্র পেয়ে যাবো। আমাদের দেশ হবে সোনার বাংলাদেশ। শিক্ষা জাগরণের দর্শন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, শিক্ষা কেবল বিদ্যার অর্জন নয়, বরং এটি মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের মাধ্যম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বার্ট্রান্ড রাসেল ও মন্টেসরি'র মত গুণীজনের মতাদর্শ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও মানবিক ও সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ করে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, সুশীল। *শিক্ষাতত্ত্ব ও দর্শন*। ১৯৯৪, কলকাতা।

২. করিম, সরদার ফজলুল। *প্লেটোর রিপাবলিক*। ২০০৭ ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স।

৩. নন্দী, সুধীর কুমার। *রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ* ১ম খণ্ড। ২য় সংখ্যা। (n.d.)

৪. মোহন, মদন। *শিক্ষা ভাবনা: বঙ্গ ভাবনা, রবীন্দ্রনাথ ও বাঙালি*। ১৯৯৫, জানুয়ারি, কলকাতা: পুস্তক বিপনী।

৫. Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

৬. খালেক, এ. এস. এম. আব্দুল। *ন্যায়পরায়ণতা*। (n.d.)

৭. নয়া দিগন্ত। সংবাদ প্রবন্ধ। *নয়া দিগন্ত*। ২০২০, ৭ ডিসেম্বর।

৮. খালেক, এ. এস. এম. আব্দুল। *সামাজিক ন্যায়বিচার ও জন রলস*। (n.d.)

৯. Russell, B. (1932). *Education and the social order*. London: George Allen & Unwin.

১০. Rousseau, J.-J. (1979). *Émile, or on education*. New York, NY: Basic Books. (Original work published 1762).

১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *শিক্ষা*। ১৯৩৩, বিশ্বভারতী প্রকাশন।

১২. Kant, I. (1785). *Groundwork of the metaphysics of morals*.

১৩. Mill, J. S. (1863). *Utilitarianism*.

১৪. Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York, NY: Continuum.

১৫. Dewey, J. (1916). *Democracy and education*. New York, NY: Macmillan.

১৬. Plato. (n.d.). *The Republic*.